গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃংখলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩২.২০১৭-২২৪ তারিখঃ ০৪ .০৫.২০১৭খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ ডাঃ প্রদীপ কুমার কর্মকার (৪৩৭৪৫), সহযোগী অধ্যাপক (চঃদাঃ), কার্ডিওলজি, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা।

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ প্রদীপ কুমার কর্মকার (৪৩৭৪৫), সহযোগী অধ্যাপক (চঃদাঃ), কার্ডিওলজি, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা গত ২১.১১.২০১৬ তারিখে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকায় চামেলী দাস নামে জনৈক রোগীর সঠিক Diagnosis এ উপনীত না হয়ে এনজিওগ্রাম ও এনজিওপ্লাস্টি করেন এবং রোগীকে যথাযথ পর্যবেক্ষণ না করার ফলে ঐ তারিখ রাতে রোগী মৃত্যুবরণ করেন;

যেহেতু মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক উক্ত মৃত্যুর বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদ তদন্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়;

যেহেতু আপনি রোগী চামেলী দাসের এনজিওগ্রাম ও এনজিওপ্লাস্টির পূর্বে রোগের লক্ষণ ও রিপোর্ট পর্যালোচনা করে একটি সঠিক Diagnosis-এ উপনীত না হয়ে এনজিওগ্রাম ও এনজিওপ্লাস্টি করেন মর্মে তদন্ত কমিটি মতামত প্রদান করে;

যেহেতু, রোগীর CAG and Stenting করার পূর্বে এই চিকিৎসার ঝুঁকি সম্পর্কে রোগী/রোগীর অভিভাবককে অবহিত করেননি মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ দায়িত্বহীনতার পরিচয় বহন করে যা সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক 'অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

০৪.০৫.২০১৭
(মোঃ সিরাজুল হক খান)
সচিব

ডাঃ প্রদীপ কুমার কর্মকার (৪৩৭৪৫),
সহযোগী অধ্যাপক (চঃদাঃ), কার্ডিওলজি,
জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
(যোগাযোগ ঠিকানাঃ- ৪৫, নিউ ইস্কাটন, ডি-ব্লিডিং, ফ্ল্যাট নং-১৩০৪)।

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩২.২০১৭-২২৪/১(৭) তারিখঃ ০৪ .০৫.২০১৭খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল)
২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
৩। পরিচালক, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
৪। যুগ্মসচিব (পার-১/পার-২), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। উপসচিব (পার-৩), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৬। সিস্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।

০৪/০৫/২০১৭
(আসমা তাসকিন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ প্রদীপ কুমার কর্মকার (৪৩৭৪৫), সহযোগী অধ্যাপক (চঃদাঃ), কার্ডিওলজি, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা গত ২১.১১.২০১৬ তারিখে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকায় চামেলী দাস নামে জনৈক রোগীর সঠিক Diagnosis এ উপনীত না হয়ে এনজিওগ্রাম ও এনজিওপ্লাস্টি করেন এবং রোগীকে যথাযথ পর্যবেক্ষণ না করার ফলে ঐ তারিখ রাতে রোগী মৃত্যুবরণ করেন। রোগীর সঠিক Diagnosis না করে এনজিওগ্রাম ও এনজিওপ্লাস্টির মত ঝুঁকিপূর্ণ চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা গ্রহণ এবং রোগীর CAG and Stenting করার পূর্বে এই চিকিৎসার ঝুঁকি সম্পর্কে রোগী/রোগীর অভিভাবককে অবহিত না করে কর্তব্য কাজে ও দায়িত্বে চরম অবহেলা প্রদর্শন করেন। আপনার কর্তব্য কাজে ও দায়িত্বে চরম অবহেলার কারণে চামেলী দাস মৃত্যু বরণ করেন। আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়টি প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। আপনার উপরিল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক 'অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

(মোঃ সিরাজুল হক খান)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃংখলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩২.২০১৭- ২২৫ তারিখঃ ০৪.০৫.২০১৭খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ ডাঃ মনোরঞ্জন দাস (৩৫৩৪৭), সিনিয়র কনসালটেন্ট, কার্ডিওলজি, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা।

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ মনোরঞ্জন দাস (৩৫৩৪৭), সিনিয়র কনসালটেন্ট, কার্ডিওলজি, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা গত ২১.১১.২০১৬ তারিখে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকায় চামেলী দাস নামে জনৈক রোগীর সঠিক Diagnosis এ উপনীত না হয়ে এনজিওগ্রাম ও এনজিওপ্লাস্টি করার কাজে সহযোগিতা করেন এবং রোগীকে যথাযথ পর্যবেক্ষণ না করার ফলে ঐ তারিখ রাতে রোগী মৃত্যুবরণ করেন;

যেহেতু মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক উক্ত মৃত্যুর বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদ তদন্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়;

যেহেতু আপনি রোগী চামেলী দাসের এনজিওগ্রাম ও এনজিওপ্লাস্টির পূর্বে রোগের লক্ষণ ও রিপোর্ট পর্যালোচনা করে একটি সঠিক Diagnosis-এ উপনীত না হয়ে এনজিওগ্রাম ও এনজিওপ্লাস্টির মত ঝুঁকিপূর্ণ চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা গ্রহণে সহযোগিতা করেন মর্মে তদন্ত কমিটি মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, ইউনিটের কার্যক্রমে সিনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে আপনার সম্পৃক্ততার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে মর্মে তদন্ত কমিটি মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ দায়িত্বহীনতার পরিচয় বহন করে যা সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক 'অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

০৪.৫.২০১৭
(মোঃ সিরাজুল হক খান)
সচিব

ডাঃ মনোরঞ্জন দাস (৩৫৩৪৭),
সিনিয়র কনসালটেন্ট, কার্ডিওলজি,
জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
(যোগাযোগ ঠিকানাঃ-৪৫/এম, ডালকা নগর, গেন্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪)।

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩২.২০১৭- ২২৫/১(৭) তারিখঃ ০৪.০৫.২০১৭খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল)
২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
৩। পরিচালক, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব (পার-১/পার-২), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। উপসচিব (পার-৩), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৬। সিস্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।

০৪/০৫/২০১৭
(আসমা তাসকিন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
sasdisc1@mohfw.gov.bd

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ মনোরঞ্জন দাস (৩৫৩৪৭), সিনিয়র কনসালটেন্ট, কার্ডিওলজি, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা গত ২১.১১.২০১৬ তারিখে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকায় চামেলী দাস নামে জনৈক রোগীর সঠিক Diagnosis এ উপনীত না হয়ে এনজিওগ্রাম ও এনজিওপ্লাস্টি করা কাজে সহযোগিতা করেন এবং রোগীকে যথাযথ পর্যবেক্ষণ না করার ফলে ঐ তারিখ রাতে রোগী মৃত্যুবরণ করেন। রোগীর সঠিক Diagnosis না করে এনজিওগ্রাম ও এনজিওপ্লাস্টির মত ঝুঁকিপূর্ণ চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা গ্রহণে সহযোগিতা করে কর্তব্য কাজে ও দায়িত্বে চরম অবহেলা প্রদর্শন করেন। ইউনিটের কার্যক্রমে সিনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে আপনার সম্পৃক্ততার অভাব পরিলক্ষণের বিষয়টি প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। আপনার কর্তব্য কাজে ও দায়িত্বে চরম অবহেলার কারণে চামেলী দাস মৃত্যু বরণ করেন। আপনার উপরিল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক 'অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

৪.১২.১৭

(মোঃ সিরাজুল হক খান)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃংখলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩২.২০১৭- ২২৬ তারিখঃ ০৪.০৫.২০১৭খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ ডাঃ আরিফুর রহমান (১১১০১৩), জুনিয়র কনসালটেন্ট, কার্ডিওলজি, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা।

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ আরিফুর রহমান (১১১০১৩), জুনিয়র কনসালটেন্ট, কার্ডিওলজি, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা গত ২১.১১.২০১৬ তারিখে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকায় চামেলী দাস নামে জনৈক রোগীর সঠিক Diagnosis এ উপনীত না হয়ে এনজিওগ্রাম ও এনজিওপ্লাস্টি করার কাজে সহযোগিতা করেন এবং রোগীকে যথাযথ পর্যবেক্ষণ না করার ফলে ঐ তারিখ রাতে রোগী মৃত্যুবরণ করেন;

যেহেতু মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক উক্ত মৃত্যুর বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদ তদন্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়;

যেহেতু তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী আপনি রোগী চামেলী দাসের এনজিওগ্রাম ও এনজিওপ্লাস্টির পূর্বে রোগের লক্ষণ ও রিপোর্ট পর্যালোচনা করে একটি সঠিক Diagnosis-এ উপনীত না হয়ে এনজিওগ্রাম ও এনজিওপ্লাস্টির মত ঝুঁকিপূর্ণ চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা গ্রহণে সহযোগিতা করে কর্তব্য কাজে ও দায়িত্বে চরম অবহেলা প্রদর্শন করেন।

যেহেতু, ইউনিটের কার্যক্রমে জুনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে আপনার সম্পৃক্ততার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে মর্মে তদন্ত কমিটি মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ দায়িত্বহীনতার পরিচয় বহন করে যা সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক 'অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

০৪.০৫.২০১৭
(মোঃ সিরাজুল হক খান)
সচিব

ডাঃ আরিফুর রহমান (১১১০১৩),
জুনিয়র কনসালটেন্ট, কার্ডিওলজি,
জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
(যোগাযোগ ঠিকানাঃ- ৬১৬/বি, উত্তর কাফরুল, ঢাকা)।

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩২.২০১৭- ২২৬/১ (৭) তারিখঃ ০৪.০৫.২০১৭খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল)
২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
৩। পরিচালক, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব (পার-১/পার-২), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। উপসচিব (পার-৩), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৬। সিস্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।

০৪/০৫/২০১৭
(আসমা তাসকিন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ আরিফুর রহমান (১১১০১৩), জুনিয়র কনসালটেন্ট, কার্ডিওলজি, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা গত ২১.১১.২০১৬ তারিখে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকায় চামেলী দাস নামে জনৈক রোগীর সঠিক Diagnosis এ উপনীত না হয়ে এনজিওগ্রাম ও এনজিওপ্লাস্টি করা কাজে সহযোগিতা করেন এবং রোগীকে যথাযথ পর্যবেক্ষণ না করার ফলে ঐ তারিখ রাতে রোগী মৃত্যুবরণ করেন। রোগীর সঠিক Diagnosis না করে এনজিওগ্রাম ও এনজিওপ্লাস্টির মত ঝুঁকিপূর্ণ চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা গ্রহণে সহযোগিতা করে কর্তব্য কাজে ও দায়িত্বে চরম অবহেলা প্রদর্শন করেন। ইউনিটের কার্যক্রমে জুনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে আপনার সম্পৃক্ততার অভাব পরিলক্ষণের বিষয়টি প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। আপনার কর্তব্য কাজে ও দায়িত্বে চরম অবহেলার কারণে চামেলী দাস মৃত্যু বরণ করেন। আপনার উপরিল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক 'অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

৪.১২.২০১৭

(মোঃ সিরাজুল হক খান)
সচিব